প্রথম আলো

তাং 10 SEP 2008
পৃঃ ৫ কলাম ২

নন্দুরপাড় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটিতে চট বসে পড়ছে ছাত্রছাত্রীরা —প্রথম আলো

# 'স্কুলে আওয়ার সময় বওয়ার লাগি চট নিয়া আসতে অয়'

মৌলভীবাজার ও কমলগঞ্জ প্রতিনিধি

ঘরের দুই দিকে বেড়া নেই। টিনের চালের অর্ধেক ভাঙা। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সবাইকে বসার জন্য বাড়ি থেকে চট নিয়ে আসতে হয়। বৃষ্টি হলে ঘরে বসার উপায় থাকে না বলে ছুটি দিয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় চলছে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার নন্দুরপাড় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভানুগাছ-মাধবপুর সড়কের পশ্চিম পাশে ধানক্ষেতের মাঝখানে টিনের চাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরের সামনে বাঁশের খুঁটিতে উড়ছে জাতীয় পতাকা। গত শনিবার সেই ঘরে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দরজায় বেড়া থাকলেও পূর্ব ও উত্তর দিকে বেড়া নেই। টিনের চালের দক্ষিণ দিকটা ভাঙা। ঘরে কোনো আসবাব নেই। বই-খাতা নিয়ে মাটিতে চটে বসে আছে নয়জন ছাত্রছাত্রী। শিক্ষকদেরও আলাদা চটের আসন রয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী শতাব্দী পাল অপি বলে, 'অন্য স্কুলে গেলে ভালা লাগে। তারার বেঞ্চ আছে। টেবিল আছে। আমরারে প্রত্যেক দিন স্কুলে আওয়ার সময় বওয়ার লাগি চট নিয়া আসতে অয়।' পঞ্চম শ্রেণীর রাসেল মিয়া বলে, 'যত দিন ধরি স্কুলে আইরাম, স্কুলটারে একই রকম দেখরাম।'

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে ভবন নির্মিত হয়নি। শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীরা টাকা দিয়ে গত বছর ঘরের পাকা খুঁটি, কাঠামো নির্মাণ, টিন ও দরজা-জানালা লাগিয়েছেন। এর মধ্যে সেই দরজা-জানালা চুরি হয়ে গেছে।

প্রধান শিক্ষিকা জয়ন্তী পাল বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঘর। ঘর হলে পড়ালেখার একটা পরিবেশ পাওয়া যেত। বৃষ্টি হলে ছাত্রছাত্রীরা আর স্কুলে আসে না। তখন বাড়িতে ক্লাস নিতে হয়। পরিবেশ না থাকায় ছাত্ররা এখন অন্যদিকে (অন্য স্কুলে) চলে যাচ্ছে।' তিনি জানান, বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

কমলগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অরুণ চন্দ্র শুক্লবৈদ্য বলেন, তিনি স্কুল-ভবনটির উন্নয়নে চেষ্টা করায় ভবন তৈরির জন্য দরপত্র হয়েছে। কিন্তু উপকরণের দাম বাড়ায় ঠিকাদার কাজ করছেন না। উপজেলা প্রকৌশলী গোলাম মহীউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ঠিকাদার কাজ না করলে কার্যাদেশ বাতিল করা হবে।